বাংলাদেশের রাজনীতি ও আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা

ইন্টারনেটের বাংলা ফোরামগুলোয় ঢাকার অদূরে অবস্থিত, সাভারের ভাটপাড়া থেকে সগিরালি নামে এক ভদ্রলোক বাংলাদেশের রাজনীতির উপর মাঝে-মধ্যে লেখেন। যদিও ভদ্রলোকের লেখার বিষয়বস্তু থেকে মোটামুটি অনুমান করা যায় যে তিনি কিছুটা আওয়ামীলীগ-পন্থী, তবে আমার আজকের লেখায় তার নামোল্লেখের কারন কিন্তু তিনি বাংলাদেশের কোন্ রাজনৈতিক দলের সমর্থক, সে জন্যে না। তার কোন এক লেখায় তিনি বাঙ্গালীর রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একটা উক্তি করেছিলেন যা আমার দৃষ্টিতে ছিল ইউনিক একটা উক্তি। তা হলো, 'বাঙ্গালী জন্মগতভাবে দুটো জিনিষ নিয়ে পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয়; এক – স্থায়ী আমাশয় বা ডিসেন্ট্রী এবং দুই – রাজনীতি'। কথাটা শুনতে শ্রুতিকটু হলেও এর সত্যতা সম্পর্কে মনে হয়না কারো মনে সন্দেহ আছে।

লেখার শিরোনামে 'প্রবাসী' শব্দটা উল্লেখ করলেও মূলতঃ আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশীদের নিয়েই আমার আজকের এই লেখা। আমেরিকা ছাড়া আর কোন দেশে একটানা এতটা সুদীর্ঘ সময় ধরে বাস না করলেও এশিয়া বা ইউরোপের যে ক'টা দেশে কিছুদিন করে থেকেছি, তাতে আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশীদের চরিত্রের সাথে সেসব দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের চরিত্রের খুব বেশী পার্থক্য আমার নজরে পড়েনি। কাজেই লেখার শিরোনামে 'প্রবাসী' শব্দটা ব্যবহার করা মনে হয়না তেমন দোষের হচ্ছে।

যাহোক, এবার লেখার মূল বক্তব্যে ফিরে আসি। শিহাব ভায়ের বাসার লিভিং রুমে বসে ডিনার শেষে আড্ডা হচ্ছিল। সপ্তাহ দু'তিন আগের কথা। শনিবার রাত। আমরা প্রায় আট-দশ জন বসে আড্ডা দিচ্ছি এবং উনার লিভিং রুমের সুবিশাল টিভির পর্দায় এন.টি.ভি. (NTV) বাংলা চ্যানেলে সকালের খবর দেখছি। আলম ভাই, মামুন ভাই আর আমি বাদে বাকিরা সবাই বি.এন.পি.'র সমর্থক। এবং উনাদের বেশীরভাগই আক্ষরিক অর্থেই বি.এন.পি.'র গোঁড়া সমর্থক। বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলকে সরাসরি সমর্থন না করলেও, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির কারনে আওয়ামীলীগের প্রতি আমার যে কিছুটা দুর্বলতা আছে, তা কমিউনিটিতে কারো অজানা নয়। আলম ভাই গোঁড়া আওয়ামীলীগার। অন্ধ সমর্থক বললেও বোধহয় বাড়িয়ে বলা হবে না। তবে মামুন ভায়ের কথা অবশ্য আলাদা। বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি ভদ্রলোকের গোপন কোন সমর্থন থেকে থাকলেও সেটা যে কোন্ দল, তা আজ পর্যন্ত আমরা কেউ তা আবিস্কার করতে পারিনি।

খবরে চৌদ্দ দলের নেতাদেরকে দেখাচ্ছে। টিভির পর্দায় আওয়ামীলীগের তোফায়েল আহমেদকে দেখা গেল। আমাদের মাঝ থেকেই একজন বলে উঠলেন, "দেখেন না, ব্যাটা কেমন করে কথা বলছে। কথা তো বলছে না; মনে হচ্ছে কাত্‌লা মাছের মত গপ্-গপ্ করছে"। শীতের সকালে অগভীর পুকুরে রুই-কাত্‌লা মাছ পানির উপর মুখ ভাসিয়ে যেভাবে ক্রমান্বয়ে মুখ খুলে ও বন্ধ করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, উনি অনেকটা সেরকম মুখভঙ্গী করলেন। বলা বাহুল্য, এতে বি.এন.পি.'র সমর্থকরা সবাই একসাথে হো হো করে হেসে উঠলেন। আলম ভায়ের চেহারা থেকে মুহূর্তেই হাসি হাসি ভাবটা মিলিয়ে গেল। এরপর টিভির পর্দায় আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও চৌদ্দ দলের সমন্বয়কারী, আব্দুল জলিলকে দেখা গেলে আরেকজন বলে উঠলেন, "ব্যাটার চেহারাটা দেখেছেন, কেমন খোর্ খোর্ লাগে না? আর কেমন বিচ্ছ্রীভাবে কথা বলে, মনে হয় যেন টাঙ-টাই (tongue-tie)"। আবারও হাসির রোল উঠলো বি.এন.পি. সমর্থকদের মাঝে। ভদ্রলোক আব্দুল জলিলকে ঠিক কিসের খোর্ মিন (mean) করলেন তা জানার আগ্রহ আমার না হলেও আড় চোখে তাকিয়ে দেখি আলম ভায়ের চোখে-মুখে সুস্পষ্ট আঁধার ফুটে উঠেছে। আমি প্রমাদ গুনলাম। এরপর শেখ হাসিনাকে টিভির পর্দায় দেখা গেলে এবং কেউ একইভাবে খারাপ কোন মন্তব্য করলে আলম ভাই যে ভয়ানক কিছু করে বসতে পারেন, তা উনার চেহারা দেখেই বলে দেয়া যায়। তবে ভাগ্যিস শেখ হাসিনাকে টিভিতে আর দেখাল না। তার বদলে কোন এক বিদেশী প্রতিনিধির চার দলীয় জোটের নেত্রী খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাতের দৃশ্য দেখালো। আলম ভাই যেন এ অপেক্ষাতেই ছিলেন। উনি তাৎক্ষনিকভাবে বলে উঠলেন, "বুড়া বেটীর চেহারা পালিশের ভাব দেখেছেন? সজারুর মত চুল ফুলিয়ে মাথার শেষের ওইটুকু আবার আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখার দরকার কি? উনার সাঙ্গ-পাঙ্গরা কেউ কি উনাকে বলে না যে, এই কিম্ভূত-কিমাকার সাজাগোজায় উনাকে দেখতে সার্কাসের মহিলাদের মত লাগে?" আমি ফিক করে হেসে দিলাম। না, আলম ভায়ের কথার সমর্থনে নয়; উনি মরিয়া হয়ে প্রথম সুযোগেই কিভাবে পাল্টা আঘাত হানলেন প্রতিপক্ষের প্রতি, সেটা দেখে। বলা বাহুল্য, আলম ভায়ের এ মন্তব্যে বি.এন.পি. সমর্থকদের সবার চেহারা যেন ঘোর অমানিষায় ছেঁয়ে গেল।

হ্যাঁ, এই-ই আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা। বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও এবং আমেরিকার মত উদার ও উন্মুক্ত সমাজে বসবাস করেও বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শীদের প্রতি আমাদের এ্যাটিচিউড আমাদের দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মাননীয়া দুই শীর্ষ নেত্রীর পারস্পরিক চরম হিংসাত্বক এ্যাটিচিউড থেকে কোন অংশেই উন্নত নয়।

কিছুদিন আগে প্রবাসী বাংলাদেশীদের একটা গ্রুপ-মেইলে এক ভদ্রলোক গুগোল ভিডিও'র একটা লিঙ্ক পাঠিয়েছিলেন যেখানে চারদলীয় জোট সরকারের বিগত পাঁচ বছরের শাষনামলে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মী সহ সংখ্যালঘুদের উপর যে সব অত্যাচার করা হয়েছে, তার কিছু কিছু ঘটনার ধারনকৃত অংশসমূহ দেখানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, মানুষের উপর অত্যাচারের এমন শকিং (shocking) ভিডিও এর আগে আমি তেমন একটা দেখিনি। ভদ্রলোক তার ইমেইলের কোথাও কিন্তু উল্লেখ করেননি যে তিনি বাংলাদেশের কোন্ রাজনৈতিক দলের সমর্থনকারী। যে কোন বিবেকবান এবং রাজনৈতিক সচেতন একজন প্রবাসীর পক্ষে এহেন একটা ভিডিও লিঙ্ক একটা গ্রুপ-মেইলে ফরোয়ার্ড করা যদিও নিতান্তই স্বাভাবিক একটা বিষয়, তবুও তর্কের খাতিরে নাহয় ধরে নিচ্ছি যে, ভদ্রলোক আওয়ামী-পন্থী ছিলেন। এর পরদিনই গ্রুপ-মেইলে আরেক ভদ্রলোকের একটা ইমেইল এলো যেখানে ভিডিও'র কন্টেন্ট (content) সম্পর্কে কোনরকম কোন কথাবার্তা না বলে তিনি কেবল জানতে চেয়েছেন, তার আগের সরকারের শাষনামলে অর্থাৎ আওয়ামীলীগের শাষনামলে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের উপর ততোধিক যে সব অত্যাচার করা হয়েছে, তার কোন সংরক্ষিত ভিডিও এবং অনুরূপ কোন ভিডিও লিঙ্ক কি কারো সংগ্রহে নেই যা এখানে পোষ্ট করা যেতে পারে? বলা বাহুল্য, শেষোক্ত ভদ্রলোক যে বি.এন.পি.-পন্থী, তা বুঝার জন্যে বোধহয় কারও জ্যোতিষী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

হ্যাঁ, এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। বি.এন.পি. বা আওয়ামীলীগের প্রতি অন্ধ সমর্থন আমাদেরকে ক্রমে আমাদের নেতা-নেত্রীদের মতই অমানুষ বানিয়ে ফেলেছে। একজন শিক্ষিত প্রবাসী বাংলাদেশী হিসেবে ভদ্রলোকের কি উচিত ছিলনা ভিডিও'র কন্টেন্ট (content) দেখে অন্ততঃ কিছুটা হলেও মর্মাহত হওয়া এবং কমপক্ষে সামাজিকতার খাতিরে জোট সরকারের কর্মকান্ডে কিছুটা হলেও ক্ষোভ প্রকাশ করা। তারপর তিনি না হয় আওয়ামীলীগের শাষনামলে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের উপর যত অত্যাচার হয়েছে (এবং সত্যিই যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই), তার সমালোচনা করতেন এবং যা করা তার জন্যে একশ' বার উচিত।

পক্ষান্তরে, বি.এন.পি. সমর্থকদের কেউ জয়নাল হাজারী কিম্বা হাজী সেলিমের মত সন্ত্রাসীর সমালোচনা করলে, আওয়ামী-পন্থীদের তার প্রতি ধেয়ে যেতে দেখেছি এই বলে যে, "তোমাদের দলেও তো সা.কা. চৌধুরী (সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী), মির্জা আব্বাসের মত গডফাদার সন্ত্রাসীরা রয়েছে, যাদেরকে তোমাদের ম্যাডাম মাথায় তুলে নাচেন......"। যেন, খালেদা জিয়া সা.কা. চৌধুরী বা মির্জা আব্বাসকে প্রস্রয় দিলে জয়নাল হাজারী কিম্বা হাজী সেলিমের মত সন্ত্রাসীকে প্রস্রয় দেয়া শেখ হাসিনার জন্যেও হালাল। আফসোস আমাদের দলীয় সম্প্রীতির উপর, যা আমাদেরকে রাজনৈতিক সচেতন নাগরিক বানানোর পরিবর্তে মনুষ্যত্বহীন প্রাণীতে পরিনত করেছে।

আমাদের সাউথ জার্সীর 'মুসলিম উম্মাহ'র (যা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের নর্থ আমেরিকা ভিত্তিক একটা অঙ্গ সংগঠন) শীর্ষ পর্যায়ের এক নেতাকে কথাপ্রসঙ্গে একবার বলেছিলাম, "বাংলাদেশে সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব যদিও কিছু পজিটিভ ভূমিকা রেখেছে, কিন্তু মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাপারটা তো আসলে ঠিকনা। কেননা একজন মানুষ, সে যতবড় সন্ত্রাসী কিম্বা অপরাধীই হোকনা কেন, তার শাস্তি তো হওয়া উচিত বিচারের মাধ্যমে। কোনরকম কোন বিচার-ফিচার ছাড়া জলজ্যান্ত একটা মানুষকে ক্রস ফায়ারের নামে এভাবে মেরে ফেলা তো আসলে অমানবিক। তাছাড়া এর মাধ্যমে গডফাদারদেরকে ধরার সম্ভাবনাকেও তো নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে"। আর যাই কোথায়? পারলে ভদ্রলোক আমাকে মারতে আসেন – "আপনিও তো দেখি আপনাদের আগাচৌ'র (আব্দুল গাফফার চৌধুরী) মতই কথা বলছেন......"। একগাদা খিস্তি-খেউড় করলেন তিনি লন্ডনপ্রবাসী আব্দুল গাফফার চৌধুরী ও আওয়ামীলীগের উপর; এবং প্রকারান্তরে আমার উপর।

কি আশ্চর্য্য না! শুধুমাত্র চারদলীয় জোট সরকারে নিজেদের রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি থাকায় কত অমানবিক, কত অনৈসলামিক বিষয় কি অবলীলায় বৈধ হয়ে যায়। 'আমি জানি, আমার এলাকা থেকে চারদলীয় জোটে বি.এন.পি.'র যে প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তিনি ভয়ঙ্কর দুর্নীতিপরায়ন, একসময়ের শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসী এবং চরিত্রহীন। ক্ষমতা ভাগাভাগির রাজনীতির কারনে আমার নিজের দলের এবং আমার পছন্দের জামায়াত নেতা নমিনেশন পাননি। পক্ষান্তরে, আওয়ামীলীগ, বামপন্থী কিম্বা সতন্ত্র যে প্রার্থী জোটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়াছেন, তিনি আমার জানা মতে তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল মানুষ – নীতিবান, দুর্নীতিহীন এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী। অথচ শুধু জামায়াতে ইসলাম সমর্থন করি বলে, আমার

আল্লাহ এবং আল্লাহ’র রাসুলের আদেশ অমান্য করে, ইসলামের মৌলিক নির্দেশনাকে পায়ে দলে একজন সৎ নেতাকে ভোট না দিয়ে আমার হাই কমান্ডের নির্দেশে কি অবলীলায় আমি বি.এন.পি.’র দুর্নীতিপরায়ন, সন্ত্রাসী ও চরিত্রহীন নেতাকে ভোট দিচ্ছি। কে আমার কাছে বড়? আমার আল্লাহ এবং আল্লাহ’র রাসুলের আদেশ, নাকি আমার সমর্থিত রাজনৈতিক দলের হাই কমান্ড? প্রতিপক্ষের ভোটারদের ক্ষেত্রেও যদিও সেই একই নৈতিকতার প্রশ্ন জড়িত, কিন্তু তাদের হয়ত আমার মত আল্লাহ ও আল্লাহ’র রাসুলের আদেশ ভঙ্গের অত ভয় নেই। আর কি আশ্চর্য্য, এহেন চরম অনৈতিক ও মৌলিক ইসলামবিরোধী পদক্ষেপগুলোকে বৈধতা দিতে আমার হাই কমান্ড ও আমি একের পর এক কত সব মিথ্যে আর খোঁড়া যুক্তি খাঁড়া করছি ইসলামের নামে’। ধর্ম নিয়ে এর চেয়ে বড় হিপোক্রেসি পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনটা কি আর আছে?

বেশ কিছুদিন আগে পরিচিত কয়েকটা ই-ফোরামে জাহেদ আহমেদের *‘প্রবাসে সোসাইটির আবর্জনা এবং আধখানা মানুষদের রাজনীতি’* শিরোনামে একটা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটা ই-মেলা ওয়েবসাইটে এখনও সম্ভবত আছে। লেখাটা পড়ার পর আমার কেবলই মনে হয়েছিল, এই নিবন্ধটা আসলে আমারই লেখার কথা ছিল; আমি লিখতে দেরি করায় জাহেদ আহমেদ লিখে ফেলেছেন। হ্যাঁ, আমেরিকাপ্রবাসী বাংলাদেশীদের চরিত্রকে মনে হয়না এর আগে এমন নিখুঁতভাবে কেউ তুলে ধরেছেন। আমেরিকায় বসে ব্যাঙের ছাতার মত নিত্যনতুন হরেক পদের সংগঠন না বানিয়ে, রাঘব-বোয়াল চোর-ছ্যাঁচোড় আর দূর্নীতিবাজ নেতা-নেত্রী দিয়ে ভর্তি, বাংলাদেশের বি.এন.পি. ও আওয়ামীলীগের মত চরিত্রহীন দু’টো রাজনৈতিক দলের জন্যে সুদূর আমেরিকায় বসে নিজেদের মধ্যে অহেতুক দলাদলি আর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি না করে, বস্তুনিষ্ট যে পদক্ষেপ নিতে আমেরিকাপ্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি জাহেদ আহমেদ অনুরোধ করেছেন, আমিও তার সুরে সুর মিলিয়ে সেই অনুরোধই করতে চাই, “রাজনীতিতে আপনাদের এতটাই আগ্রহ থাকলে আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিতে যোগ দিন। আমেরিকায় বসে দেশীয় রাজনৈতিক দলের তথাকথিত ‘প্রেসিডেন্ট’ বা কোন ‘সেক্রেটারী’ হওয়ার চেয়ে মূলধারার রিপাবলিকান/ডেমোক্রেটিক পার্টির একজন সাধারন মেম্বার হয়ে কাজ করুন; তাতে স্বীকৃতিও মিলবে এবং দেশের লোকজনের উপকারেও লাগবেন। ভুলে যাবেননা, এখানকার মূলধারার রাজনীতিবিদদের অনেকেই কিন্তু নিজেরা ইমিগ্রান্ট অথবা ইমিগ্রান্ট পরিবারের সন্তান। আর যদি মনে করেন আপনার সে যোগ্যতা নেই, তবে সেক্ষেত্রে অন্ততঃ আপনার ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার দিকে আরও বেশী করে নজর দিন। প্রবাসে বসে কোন্দল ও বিভক্তিনির্ভর দেশীয় রাজনীতি কিম্বা সংগঠন করার চেয়ে আপনার ছেলেমেয়েকে মানুষ করার ব্যাপারটা অনেক অনেক বেশী গুরুত্বপুর্ণ। কেননা আপনার ছেলেমেয়েদের কেউ যদি এদেশে বিখ্যাত হতে পারে, তবে একদিন হয়ত এদেশের পত্রিকায় আপনার নামের পাশাপাশি বাংলাদেশের নামও ছাপা হবে। সেটাই হবে মাতৃভূমিকে বিশ্বের কাছে সম্মানিত করার ক্ষেত্রে আপনার প্রকৃত অবদান; মাতৃভূমির প্রতি আপনার প্রকৃত ভালবাসার প্রকাশ”।

আর এরপরও যদি বাংলাদেশের বি.এন.পি. বা আওয়ামীলীগের প্রতি মৌন সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব আপনার সচেতন বা অবচেতন মনে থেকে থাকে, তবে তা যেন অন্ধ না হয়। বরং বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনা’র নিরিখে তা যেন হয় সমালোচনামূখর – ঠিক যে কথাটাই কিছুদিন আগে বি.এন.পি.’র মহাসচিব, আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া বাংলাদেশের সুশীল সমাজ কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে (যেখানে বি.এন.পি. ও আওয়ামীলীগ – উভয় দলের রাজনীতিবিদরাই উপস্থিত ছিলেন) সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, “আপনারা বি.এন.পি. বা আওয়ামীলীগ যেটাই সমর্থন করুননা কেন, দয়া করে এমন অন্ধ সমর্থন করবেননা যে, আমাদের সমালোচনা করা বন্ধ করে দেবেন। কেননা, দলীয় সমর্থকরা সমালোচনা না করলে আমরা আমাদের ভুলগুলোকে কিভাবে শুধরাবো”?

২০০৭ সাল বাংলাদেশের জন্যে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্যে সুখ-শান্তি, সম্মৃদ্ধি ও সফলতা বয়ে আনুক। – এই কামনায়,

আব্দুর রহমান আবিদ

নিউ জার্সী, আমেরিকা

৯ই জানুয়ারী, ২০০৭